OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 427 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 427 - 434
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

লীলা মজুমদারের উপন্যাস : শিশুমনের সার্বিক কথন

পরিতোষ পাল
গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : paritoshpaulnbu20@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Leela Majumdar, Bengali Children's Literature, Child Psychology, Moral Values in Literature, Character Development, Nature and Animals in Stories, Fantasy and Ghost Tales,

Abstract

Children's literature plays a vital role in shaping a child's mental framework, alongside their environment, family, and education. In the Indian context, traditional forms like folklore, epics, and moral tales gradually transitioned into structured publications catering to children's evolving needs. Despite efforts by notable literary figures and magazines, like Sandesh, spearheaded by Upendrakishore Ray Chowdhury, Rabindranath Tagore, and Sukumar Ray, many early publications failed to balance entertainment, education, and engagement.

Leela Majumdar redefined children's literature in Bengali by addressing their dynamic needs at different life stages. She crafted stories that combined adventure, humor, curiosity, and life lessons without enforcing moral dictums. Her characters, like Ganasha, Ghontan, Gupe, and Panu, reflected everyday flaws and learned from their mistakes, resonating deeply with young readers. Majumdar's storytelling emphasized human values such as kindness, gratitude, and empathy, all while acknowledging the socio-political upheavals of her time—British rule, independence struggles, Partition, and post-war realities.

Her thematic diversity spanned science, fantasy, ghosts, and nature. Unlike others, her portrayal of animals and nature was rooted in realism, fostering an emotional connection and ecological awareness among children. Her unique approach extended to language and presentation, using simple, modern words and short sentences to make Bengali literature accessible and enjoyable for children.

Drawing inspiration from her familial legacy, time at Santiniketan, and personal experiences, Majumdar enriched her works with authenticity and emotional depth. This essay examines her contributions across six chapters: her literary inheritance, understanding of child psychology, integration of science, animal and nature themes, innovative ghost stories, and distinctive narrative techniques. Majumdar's oeuvre remains a cornerstone of Bengali children's literature, blending education, entertainment, and ethical growth seamlessly.

Discussion

লীলা মজুমদার যখন সাহিত্যের জগতে পদার্পণ করেন তখন বিশ শতক। শিশুসাহিত্য ইতিমধ্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত। 'সখা' 'সখা ও সাথী' 'বালক' 'মুকুল' 'সন্দেশ' ইত্যাদি পত্রিকা শিশু সাহিত্যকে নতুন দিশায় পরিচালিত করে ফেলেছে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার বুঝেছিলেন শিশুদের চাহিদায় শিশুসাহিত্য রচনা করার প্রয়োজনীয়তা। সেই আবহে সরাসরি বড়ো না হলেও তার আঁচ সবসময় পেয়েছিলেন। আর নিজের পরিবারের সেই সদস্যদের পেয়েছেন পূর্বসুরি, উৎসাহদাতা ও পরামর্শদাতা হিসেবে। পাশাপাশি ছোট থেকেই নিজে ছিলেন অসম্ভব যুক্তিবাদী, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন। শিলং পাহাড়ে কাটিয়েছেন ছেলেবেলা; প্রকৃতি ও সেখানের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কাছ থেকে দেখেছিলেন, আত্মস্থ করেছিলেন। নানারকম মানসিকতার, সংস্কৃতির মানুষের সাথে মেশার ফলে মানবচরিত্রের নানাদিক তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়েছিল। নিজের লেখার জগৎকে এই দেখার শোনার জগৎ দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন; নিজেই তা স্বীকার করেন –

> "ছোটবেলা থেকে আমার জীবনের আকাশে বাতাসে যেসব পাতার মর্মর, ছোট ছেলের কলহাস্য, স্নেহের কণ্ঠ শুনেছি তাঁরাই আমার মনের বনের গানের পাখি। সবুজ গাছের ডালটি পুঁততে পারিনি, বসার একটু জায়গা পায়নি তারা। বুঝতে পারি, জন্মক্ষণে পরিপূর্ণ ভাবে জন্মায়নি আমি। তার পর থেকে প্রতি মুহূর্তে যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা পড়েছি, যা ভেবেছি, যা দিয়েছি, যা পেয়েছি আর যা পাবার নয়, যাকে শুধু স্বপ্ন দেখেছি, সব মিলিয়ে তিলে তিলে কণা-কণা করে আমি তৈরি হয়েছি। তাদের কাছে আমার ঋণই আমার পরম গৌরব।"[১]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন 'মনের পুঁজি'র কথা বলতেন, সেই মনের পুঁজি জমিয়ে গড়ে উঠেছে লীলা মজুমদারের শিশুসাহিত্য। তাই তারা জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে পাঠকের কাছে।

শিলং পাহাড়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের স্কুলে পড়াশোনা করার সুবাদে নানদের ত্যাগ শিশু লীলাকে মুগ্ধ করত। ব্রাহ্ম পরিবারের আদর্শ ও স্কুলের নানদের শিক্ষা এবং তার সাথে সবুজ প্রকৃতির মুক্ত হাওয়া দুইই তাঁকে সাহায্য করেছিল তাঁর ভিত গড়ে উঠতে। কখনই কোনও ধর্মই তাঁকে আকৃষ্ট করেনি— ভগবানের ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন, যিশুর ছবির সাথে বাস্তবে দেখা পরিচিত জনের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন, ব্রাহ্মসভার অধিবেশনে গিয়ে চারপাশের মানুষজন-প্রকৃতিকে প্রাণ ভরে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সর্বোপরি বাড়ির বড়দের থেকে কখনই বাধা পাননি এইসব কাজে, বরং উৎসাহ পেয়েছেন প্রত্যক্ষভাবে অথবে পরোক্ষভাবে। তাঁর সেই বেড়ে ওঠার সময়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বস্ত করেছিল। মিশনারি স্কুলে সেই যুদ্ধের হাওয়া এসে লেগেছিল –

> "মেমরা, অর্থাৎ আমাদের ফিরিঙ্গি সহপাঠিনীরা বুনবে সায়েব সোলজারদের জন্য, স্কুল থেকে তাদের খাকি উল দেওয়া হল। মাদার হায়াসিস্থ নিজে ফরাসি মেয়ে, তিনি আমাদের সেলাই শেখাতেন, এমন চমৎকার সেলাইয়ের হাত কম দেখেছি। তিনি বলতেন, 'তোমরা ইন্ডিয়ান সোলজারদের জন্য বুনবে। বাড়ি থেকে উল কিনে নিয়ে এসো'। '...যামিনীদাকে খাকি উলের নমুনা দেওয়া সত্ত্বেও, গাঢ় লাল উল এনে দিল। এবং বললে আনতে অস্বীকার করল। ভয়ে ভয়ে মাদার হায়াসিংকে উল দেখালাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে। সব রং-ই সমান গরম'। তাই বোনা হল, সাদা কালো মেমের মেয়েরা বুনল সায়েবদের জন্য থাকি গলাবন্ধ আর আমরা বুনলাম আমাদের দেশভাইদের জন্য লাল, নীল, হলদে, সবুজ, যার যেমন ইচ্ছে, কিংবা যামিনীদাদের যেমন ইচ্ছে। এই ব্যাপারে অনেকদিন পর্যন্ত মনে একটা খটকা থেকে গেছিল। বলেছি তো যা দেখা যায়, শোনা যায়, ভাবা যায়, সব মিশে একেকটা মানুষ তৈরি হয়। তবু যুদ্ধটা দূরেই থেকে গেল। দূরেই থেকে গেল, যতদিন না মিস লেভেন্স এসে আমাদের সেলাইয়ের ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন। এই মানুষটিকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। বয়স হয়তো বছর কুড়ি, অদ্ভুত ফ্যাকাশে রং ফিকে সোনালি চুল, তাতে এতটুকু জেল্লা নেই, পালকের মতো পাতলা শরীর,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 427 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> চোখ দেখে মনে হত সর্বদা জলে ভরে আছে। ক্লাসের বেকুফ মেয়েগুলো বলল, "বেলজিয়াম থেকে এসেছে। জর্মানরা ওর চোখের সামনে ওর বাপ ভাইদের মেরে ফেলেছে, বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিছু নেই ওর। রেড ক্রসের লোকরা ওকে পাঠিয়েছে। ওর কাপড়চোপড়গুলো পর্যন্ত অন্য লোকে দয়া করে কিনে দিয়েছে।
> আমরা শুনে স্তম্ভিত! ওই মানুষটিকে মেয়েগুলো এমনি জ্বালাত যে কতবার সে কেঁদে ক্লাস ছেড়ে চলে গেছিল। শেষে একদিন শুনলাম সে চলে গেছে।"[২]

পরে কিছুটা বড়ো হওয়ার পরে দেশে তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে, সাথে পাল্লা দিয়ে চলছিল মানুষের ভণ্ড দেশপ্রেম। ছেলেবেলার এক ঘটনা 'পাকদণ্ডী'তে লিখেছেন তিনি, সাথে তাঁর মায়ের ভাবনাচিন্তার ব্যপ্তি –

> "আসলে আমাদের দেশভক্ত বন্ধুবান্ধবরা ওই উপাধির কথা জানতে পারেনি। তাইতে আমরা বেঁচে গেছিলাম। কিন্তু বাবা কেন সরকারি চাকরি ছাড়ছেন না, তাই নিয়ে গঞ্জনা দিতে ছাড়ত না। মা-র কাছে একবার কথাটা পাড়লে, মা সোজাসুজি বললেন, 'এ তো কোনো বিশ্বাসঘাতকতার কাজ নয়। তা ছাড়া বাবা কাজ ছাড়লে কি তোরা আর তোদের দেশপ্রেমিক বন্ধুরা আমাদের সংসার চালাবি?' এমন অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর হয় না বলে রণেভঙ্গ দিতে হল।

তখন কেউ বিদেশি কাপড় পরত না। শহরের নানা জায়গায় যে যার দামি দামি বিদেশি কাপড়চোপড় এনে স্তূপাকার করে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। মা একবার বলেছিলেন, শীতে কাঁপছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটা গরিব মানুষ। পুড়িয়ে না ফেলে ওই গরম জামাগুলো ওদের দিয়ে দিলে হত না?' আমরা তখন জোর গলায় বলেছিলাম, 'না, মা, হত না। দেশপ্রেমের জন্য সব্বাইকে কষ্ট করতে হবে। এখন ভাবি মা মন্দ কথা বলেননি।"[৩]

আবার যখন বাবার সাথে স্বাধীনতার হুজুগে ছোটদের বিদেশি স্কুলে ঢুকতে দেওয়ার বাধা দেওয়া প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হত, তখন তিনি বলতেন—

> "শত্রুর নিন্দা করে তাকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ওভাবে যুদ্ধে জয় হয় না। প্রবল শত্রুর চেয়ে প্রবলতর হতে হয়; মুখে বক্তৃতা করলেই হল না, কাজেও দেখাতে হবে। ব্রিটিশদের অনেক গুণ, সেগুলোকে আয়ত্ত না করলে কিছু হবে না, শুধু জোর করে ছেলেদের স্কুলে ঢোকা বন্ধ করে দেশের কোন মঙ্গল হবে না, সাহদসী হওয়া চাই, জোরালো হওয়া চাই।"[৪]

এই সব বাহ্যিক ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মন গড়ে তুলতে পরোক্ষ প্রভাব ফেলে, লীলার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। আর যারা এই সময়তা নিজেরা পেরোয়নি, কেবল উপন্যাস শুনেছে কিংবা বইয়ের পাতায় পড়েছেন তাদের অর্থাৎ তাঁর খুদে পাঠকদের মনে এই ঘটনাগুলির প্রভাব চিরস্থায়ী করতে ও তার প্রকৃতস্বরূপ বোঝাতে সাহিত্যে বারেবারে এইসব ঘটনার প্রেক্ষিত নিয়ে এসেছেন। তবে ইতিহাস হিসেবে নয়, সেই সময়ের অন্ধকার দিক মানুষকে কীভাবে যন্ত্রণা দিয়েছিল, তার দিকে আলোকপাত করেছেন। আসলে তিনি জানতেন, দুই বিশ্বযুদ্ধ, নিজের দেশের স্বাধীনতার লড়াই, পরিবর্তিত সময়-সমাজে আদর্শ-মূল্যবোধ ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে—

> "আমরা যেসব গুণকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলাম, এখন দেখি সেসব গুণ অচল।"[৫]

চেষ্টা করেছেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সেই মূল্যবোধ শিশুদের মধ্যে ধরে রাখতে। আর এই সমস্ত কিছু দিয়ে শিশুমনকে যত্ন দিয়ে গড়ে তাকে সুন্দর করে লালন করার স্বপ্নেই তাঁর শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ।

লীলা মজুমদারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সূত্রে পরিবারের যে আদি পুরুষের নাম পাওয়া যায়, তিনি রামকান্ত মজুমদার, যিনি ছিলেন নানা ভাষার পণ্ডিত। লীলার প্রপিতামহ লোকনাথ-ও ছিলেন সেই সময়ের প্রধান তিন ভাষা আরবি-ফারসি-সংস্কৃতে পারদর্শী। ভাষার প্রতি ভালোবাসা সেইখান থেকেই তাঁদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল, বলাই বাহুল্য। তাঁর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 427 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পিতামহ শ্যামসুন্দর মুন্সীকে পরিবারের প্রথম সাহিত্যিক বলা যেতে পারে। লীলা মজুমদার যাঁদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তাঁরাও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে লীলা মজুমদারের মানস গঠনের কাণ্ডারি। সারদারঞ্জনের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহ দান, তাঁর অসম্ভব চারিত্রিক দৃঢ়তা যেমন লীলার মধ্যে রয়েছে, তেমনই তাঁর চরিত্রদেরও এইসব গুণে ভরিয়ে তুলেন তিনি। ছোটোজ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন লীলার ছবি আঁকার প্রবণতাকে উৎসাহিত করতেন; পাশাপাশি তাঁর প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদের সহজ সরল প্রাঞ্জল অকৃত্রিম ভাষা লীলার ভাষা শিক্ষার সহায়ক। বাবা প্রমদারঞ্জন জরিপের কাজে নানা দুর্গম স্থানে বেড়িয়েছেন আজীবন, ফিরে এসে তাঁর সেই অভিজ্ঞতার উপন্যাস শোনাতেন। লীলা মজুমদারের পশু-পাখির প্রতি ভালোবাসা, হিংস্রতার বদলে তাদের অসহায়তা, তাদের ভয়, তাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বোধ সেখান থেকেই গড়ে উঠেছে; একইসাথে উপন্যাস শুনেছেন কীভাবে প্রবল বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে তার মোকাবিলা করতে হয়— লীলা সেই ভাবনা আত্মস্থ করেছেন এবং উপন্যাসের চরিত্রদের মাধ্যমে তাকে তাঁর শিশু পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করার প্রয়াস করে গেছেন। আর উপেন্দ্রকিশোরের কাছে তো সমগ্র শিশুসাহিত্য আজীবন ঋণী, সেখানে লীলা মজুমদারের ঋণ থাকবেই তা স্বাভাবিক। লীলা মজুমদার পাকদন্ডীতে বলেছিলেন, -

> "তাঁর পুরোনো লেখা পড়তে গিয়ে কত সময় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। দেখেছি যে ভাষাকে আমি নিতান্ত আমার নিজের মৌলিক ভাষা বলে অনেকদিন ভেবে এসেছি, তাও জ্যাঠামশাইয়ের দেওয়া।"[৬]

তাঁর শিশুসাহিত্যের জন্য ভাবনা, কেবল উপন্যাস লিখে দায় না সেরে শিশুমনের উপযোগী করে তার উপস্থাপন, প্রকাশের পরিকল্পনাকে লীলা মজুমদার পরিবর্তিত সময়ের কথা মনে রেখে তাকে বিবর্তিত করে তাঁর উপন্যাসের ভুবন সাজিয়েছেন। বড়দা সুকুমার রায়ের সম্পাদনায় 'সন্দেশ' পত্রিকার হাত ধরেই তাঁর সাহিত্যের হাতেখড়ি। বড়দার উদ্ভট ভাবনা, নির্মল হাস্যরসকে আরও বুদ্ধিদীপ্ত করে উপস্থাপন করেছেন লীলা। স্বীকার করেছেন নানকুদার অর্থাৎ সুবিমলের অনবরত সকলকে নিয়ে বা যে কোন ঘটনা নিয়ে উপন্যাস বলে যাওয়ার প্রবণতা থেকেই তিনি উপন্যাস বলা শুরু করেছিলেন। সাথে ছিল মা সুরমাদেবীর তাঁদের মানুষ করার জন্য খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি স্নেহের দৃষ্টি। এইভাবে সমগ্র পরিবার তাঁকে লীলা মজুমদার হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

এই বিপুল পারিবারিক সহযোগীতা ও উত্তরাধিকার এবং তাঁর সাথে যুক্ত আধুনিক মানস লীলা মজুমদারের শিশুমনের উপযোগী সাহিত্য রচনায় সাহায্য করেছিল। ফ্রয়েড, এরিকসন, আর্নল্ড গেসেল, বনফেনব্রেনারে, গিলফোর্ড, পিঁয়াজে, ভয়টোগস্কি, টরেন্স, রুশো ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিকদের শিশুমন বিষয়ক আলোচনায় দেখা গেছে শিশুদের সংবেদনশীল মন, কৌতুহলী মন, সৃজনশীল মন, কল্পনাপ্রবণ মন, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, চিন্তন ক্ষমতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতার প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। গবেষণায় দেখা যায় শিশুসাহিত্য শিশুর চরিত্র, চিন্তন, ভাষাশিক্ষা, সৃজনশীলতাকে গড়ে তুলতে ও পরিবর্তনে সাহায্য করে। এই ভাবনাকে লীলা মজুমদার মান্যতা দিয়েছেন আজীবন। 'কেন ছোটদের জন্য লিখি' বলতে গিয়ে তিনি বলেন—

> "ছোটরা পড়ে মজা পাবার জন্য। মজা না পেলে হাজার ভালো বই হলেও পড়ে না। যা পড়ে তাই দিয়ে ওদের মন তৈরি হয়, পরে কাজে লাগে।"[৭]

এই সমস্ত শিক্ষা, নিজের ভাবনা-চিন্তা দিয়ে তিনি ঢেলে সাজিয়েছেন তাঁর শিশুতোষ উপন্যাসগুলিকে। তাঁদের মনের উপযোগী করে সেখানে নিয়ে এসেছেন তাদের প্রিয় ও উপকারী নানা বিষয়— পশুদের হিংস্র-জান্তব ভয়ের বিষয়ের বদলে তাদের অসহায়তা, তাদের সংরক্ষণের প্রতি যত্নশীল হওয়ার উপন্যাস; সাধারণ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এসে শিশুদের মতো করে তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন; কখনও জীবনের জটিলতাকেও শিশুদের সামনে তুলে ধরেছেন, বোঝাতে চেয়েছেন তাদেরই মত করে; উপস্থাপন কৌশলে এনেছেন তাদের শিক্ষণীয়, উৎসাহিত ও মনোযোগী করার উপাদান; শিশুদের দিয়ে করিয়েছেন দুঃসাহসিক অভিযান; তাদের সংবেদনশীল মনকে যত্ন সহকারে পালন করেছেন কাহিনিতে; উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে নিয়ে এসেছেন তাদেরই মতো কিছু দুষ্টু স্কুলে পড়া ছেলেদের ও তাদের আশেপাশে দেখা বড়দের,

যাদের সাথে তারা নিজেদের একাত্ম করতে পারে; উপদেশমূলক উপন্যাসকে পরিহার করা হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোরের হাত দিয়েই, লীলা সেখানে নিয়ে আসেন এক অভিনবত্ব, যেখানে তিনি তাঁর খুদে পাঠকদের সামনে খারাপ-ভালো দুই দিকই তুলে ধরেন সাথে সেই কাজের পরিণাম, স্বাভাবিকভাবেই শিশুদের মন ভাল কাজের পরিণাম দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়; প্রকৃতির শিক্ষা যা শিশুদের জন্য অপরিহার্য, তাঁকে নানাভাবে উপন্যাসের মধ্যে নিয়ে আসেন তিনি; জীবন যে কেবল সুখের চাদরে মোড়া নয়, দুঃখ যে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেই শিক্ষা ছোটদের জানিয়ে দিয়ে যান নানাভাবে; শিশুমনে বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলার ও তাকে উৎসাহিত করার প্রয়াস তাঁর উপন্যাসের অন্যতম মূলধন; আবার একইভাবে তাদের অত্যন্ত পছন্দের বিষয় ভূতকেও বারেবারে উপন্যাসের চরিত্র করেন তিনি— শিশুমনের গঠনের সব দিকেই সমান দৃষ্টি দেন বলেই এখনও একবিংশ শতকের প্রতিযোগিতা বিধ্বস্ত গ্যাজেট সর্বস্ব সময়ে দাঁড়িয়েও লীলা মজুমদারকে অস্বীকার করতে পারে না শিশুরা, এমনকি তাদের অভিভাবকেরাও।

লীলা মজুমদার বারবার বলেন, -

> “বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস আমি চেষ্টা করি না। ফ্যান্টাসি লিখি। প্রকাশকরা বলেন কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস। কথাটা অদ্ভুত। ...ছোটো ছোটো পাঠক, যাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে প্রায় কোনো জ্ঞানই নেই, তাদের যদি এমন সব উপন্যাস শোনানো যায় যা পড়লে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার বলে মনে হবে, কিন্তু আসলে তা নয়— তাহলে ওই কচি পাঠকদের কপালে ভবিষ্যতে দুঃখ থাকতে পারে। তার চেয়ে সোজাসুজি আমি বলি ‘আজগুবি রচনাসমগ্র উপন্যাস’। ফ্যান্টাসি। তার মধ্যে যেটুকু বৈজ্ঞানিক তথ্য পুরে দেই সেগুলি বাস্তব সত্যি। কিন্তু তাদের সম্ভাব্য পরিণামগুলি সত্য আজগুবি ব্যাপার। তার সঙ্গে বাস্তবের সম্বন্ধ নেই, যে উপন্যাস পড়বে সে একথা বুঝবে।”[৮]

তাই তাঁর গল্পে বিজ্ঞান আসে উপন্যাসের অনুষঙ্গে। সেখানে ভিনগ্রহী প্রাণী, রোবট নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা, আকাশযান, স্পেস স্টেশন, মহাকাশ বিজ্ঞান, চন্দ্রযাত্রা, বিজ্ঞানের নানারকম বৈচিত্র্যময় আবিষ্কার, আবিষ্কারের নেশা— সব কিছুই আছে, কিন্তু তার সাথে সত্য-মিথ্যা সকলই জুড়ে থাকে। কল্পনার অংশগুলি এতটাই কাল্পনিক যে পাঠকের পক্ষে তাকে সত্যি বলে মনে করার কোন উপায়ই থাকে না। আবার কিছু কিছু কল্পনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যাকে বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সুদূর ভবিষ্যতে বাস্তব হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে নস্যাৎ করা যায় না। কিন্তু একইসাথে এই তথ্য পাঠককে জানাতে ভোলেন না যেখানে বিজ্ঞানের আবিষ্কার তার আবিষ্কারকের ওপরেই কর্তৃত্ব করতে চায়। একইসাথে গল্পে মাঝে মধ্যেই নিয়ে আসেন বিজ্ঞানের নানা অনুষঙ্গ, যেখানে প্রকৃতি বিজ্ঞান থেকে মহাকাশ বিজ্ঞান কিছুই বাদ পড়ে না।

প্রকৃতির মধ্যে শৈশব কাটিয়েছেন লীলা মজুমদার। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ তাঁকে আবৃত করে রেখেছিল জীবনের গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়ে, যাকে জীবনের সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে মনে করা হয়, সেই পর্যায়ে। শিলং ছেড়ে কলকাতায় আসার সময় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, -

> “সমস্ত বনভূমি আমাদের হাত-পা ধরে টেনেছিল।”[৯]

প্রতির সাথে এই একাত্মতা তাঁর জীবনের সেরা মূলধন। যেখানে গেছেন সেখানের প্রকৃতি, পশু পাখি সকলই তাঁকে আকৃষ্ট করত। ছোট থেকেই পশু-পাখিকে ঘৃণা নয়, ভালোবাসতে শিখেছিলেন। বুঝেছিলেন তাদের অসহায়তা, সংরক্ষণের প্রয়জনীয়তা। তাই তাঁর চরিত্ররাও তাদের প্রতি যত্নশীল; তারা ডানা ভাঙা পাখি, ঝড়ের রাতে দুর্দশাগ্রস্ত রাস্তার কুকুর, বিড়াল সকলের জন্যই কষ্ট পায়, তাদের সাহায্য করে। আবার হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের হিংস্রতা যে তাদের জীবনধারনের ও আত্মরক্ষার জন্য সেই কাহিনির পাশাপাশি তাদের মমত্ববোধ, তাদের জীবনযাপন নিয়ে নানা কৌতুকরসের কাহিনিও লিখে যান। তিনি স্বীকার করেন—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 427 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আমি শুধু যেখানে যা ভালো জিনিস দেখি— শিশিরের উপর সূর্যের ঝিকিমিকি, নীল আকাশের বকের সারি, ছোটোছেলের গালের টোল, বাতাসের মুখে শুকনো পাতার ঘূর্ণি, উনুনের আঁচে দাবানল, সব জমা করি। যত শব্দ শুনি টিনের চালে শব্দ পড়া, গাছের পাতায় পাতায় বাতাস বওয়া, মাথার ওপর বুনো হাঁসের আঁক-আঁক শব্দ, বালির পাড়ে ঢেউ ভাঙা, ...যেখানে যত সুগন্ধ আমার নাকে এসেছে, লম্বা লম্বা কাহিনিসুদ্ধু আমার মনে জমা আছে। ...সারাজীবন ধরে তারা আমাকে রাজ্যেশ্বরী করে রেখেছে। এখন যদি তাদের বিলিয়ে না দিই, তাহলে তাদের রাখব কোথায়?"[১০]

সারা জীবনের প্রকৃতির দান তিনি বিলিয়ে গেছেন খুদে পাঠকদের মধ্যে কখনও কীটপতঙ্গ বিষয়ে নানা জানা-অজানা তথ্যের মাধ্যমে; কখনও বাঘ-ভালুক-হাতিদের নানা ছোটোবড়ো কাহিনি দিয়ে; কখনও প্রকৃতির অপার রূপ বর্ণনা করে। ছোটোদের মনে পশু ও প্রকৃতিকে এইভাবেই স্থায়ী করে রেখেছেন।

ভূতের উপন্যাস, যা শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়, তাই আবার তাদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্ধকারের গা ছমছমে পরিবেশে ভূতের ভয়ঙ্করতা শিশুমনে অন্ধকার ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভাললাগার সাথে ভয়ের এই বৈপরীত্য কাটাতে চেয়েছেন লীলা মজুমদার। তাই তাঁর উপন্যাসের ভূত কখনই ভীতিপ্রদ নয়, বরং তারাই ভয় পায় মানুষকে। তারা মনুষ্যজীবনের কৃতকর্ম, ভালো-মন্দ কাজের দায়ভার বহন করে চলে ভূত জীবনেও। ভূত হলেও তারা কর্তব্যে অবিচল। তারা সকলেই ভালো ভূত তো অবশ্যই, উপকারি-ও। এই ভুতেদের কার্যকলাপ সাধারন মানুষের মতোই— তাদের কেউ কেউ যৌথ পরিবারের সদস্য ছিল মনুষ্যজীবনে, ভূত হয়েও সেই যৌথ জীবনযাপন করার তাগিদ তাদের মধ্যে; কেউ মানুষের জীবনে যা যা কর্তব্য করত ভূত হয়েও সেই কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করছে; কেউ কেউ জীবনে যা পূরণ করতে পারেনি ভূত হয়ে সেইসব মনস্কামনা পূরণ করছে। গল্পে ভূতের প্রসঙ্গ এসেছে একেবারে স্বাভাবিকভাবেই। সেখানেও কোনও আলাদা আবহ তৈরি করার প্রয়োজন বোধ করেন নি লীলা মজুমদার। আবার ভূতের আস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিশ্চিত, তাই তাঁর ভূতেরা যেন মানব জীবনেরই অঙ্গ হয়ে ধরা দেয়। এই বোধ যখনই ছোটদের মনে তৈরি হয়ে যায়, তখনই ভূতের ভয়ে তারা তটস্থ হয়ে থাকে না। উপরন্তু সেই ভূতেরা তাদের মানবিকতার, ঋণ পরিশোধের, নৈতিকতার, পরোপকারের, যূথবদ্ধতার পাঠ দিয়ে যায়। আর এখানেই লীলা মজুমদারের ভূতের উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে অনন্যতা।

সর্বোপরি শিশু সাহিত্যের বিশেষ উপস্থাপন ভঙ্গির যে দায়িত্ব শিশুসাহিত্যিকের ওপরে থাকে, তাই তাঁদের পাঠকমনে গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম নির্ণায়ক। লীলা মজুমদার যেন জন্মেই ছিলেন শিশুসাহিত্যের জন্য। আজীবন তিনি উপস্থাপন ভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। বলা যেতেই পারে যে তা তাঁদের পারিবারিক উত্তরাধিকার; কিন্তু সেখানে তিনি বজায় রেখেছেন তাঁর স্বাতন্ত্র। সুনিল গঙ্গপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, -

> "রায়চৌধুরী পরিবারের অন্য লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে লীলা মজুমদারের একটি বড়ো তফাত আছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক আধুনিক, শব্দ ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছেন।
>
> তাঁর লেখাগুলির মধ্যে সংলাপ এমনই জীবন্ত ও স্বাভাবিক যে মনে হয়, সারাজীবন ধরে তিনি পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গেই মিশেছেন। ...দিন দুপুরে পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, এ তো আমাদেরই উপন্যাস, উনি জানলেন কী করে? কোনও রচনা সম্পর্কে পাঠকদের এতখানি আপন আপন বোধ খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়।"[১১]

ছোটদের কৌতূহলী অথচ চঞ্চল মন, প্রখর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে তিনি উৎসাহ দেন। আর তাই তাঁর উপন্যাসের পড়তে পড়তে আসে চমক। উপন্যাসকে তিনি এমনভাবে সাজান যে উপন্যাস পড়া নয়, তা হয়ে ওঠে শিশুদের প্রিয় উপন্যাস শোনা। উপন্যাসের বিষয় থেকে চরিত্র নির্বাচন— সবক্ষেত্রেই তিনি শিশুমনের প্রেক্ষিতে বিচার করেন। তাই শব্দচয়ন, বাক্যের বিন্যাস, ভাষার রকমভেদ সমস্ত কিছুই একেবেরে নিখুঁত হয়ে ধরা দেয় তাঁর রচনায়। গভীর তত্ত্ব কথা, জীবনের কঠিন সত্য, গোপন দুঃখ কোনকিছুই বাদ যায় না তাঁর গল্পে। কিন্তু কখনই তা শিশুদের বোধগম্যতার বাইরে যায় না। তাঁদের ভাষায় তাঁদের বোঝার মতো অনুষঙ্গ তৈরি করে তিনি শিশুদের এমন অনেক সত্যের মুখোমুখি অনায়াসে দাঁড়

করান, যা বাড়ির আপনজনেরাও এড়িয়ে যেতে চান, অথচ তা জানা দরকার। শব্দ চয়নে তিনি কোন সীমাবদ্ধতা মানেননা। বাক্য গঠন একেবারে তাদের মুখের কথা। সেখানে অনেক সময়ই উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব থেকে যায়। তবু তাঁর উপস্থাপন ভঙ্গি এততাই সাবলীল যে মনে হয় সেই পরিস্থিতিতে সেই কথাগুলো বাদ দিলে হয়তো পরিস্থিতিটি সঠিক ভাবে ব্যখ্যা করা যাবে না। আর তাই লীলা মজুমদারকে অস্বীকার করার কোন জায়গা থাকে না কারোর পক্ষেই।

গবেষণার শেষে আমরা দেখি, লীলা মজুমদার যেন শিশুদের স্বপ্ন, তাদের মানস গঠনের কারিগর হয়ে ধরা দিয়েছেন। দুই বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতার লড়াই সমস্ত কিছুকে পেরিয়ে এসে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভবিষ্যতের জন্য শিশুমনকে যত্ন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ক্রমপরিবর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তাদের একটি নির্দিষ্ট আদর্শ, মূল্যবোধ তৈরি হওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে ক্রমশ। পাশাপাশি প্রথম বিশ্বের অনুকরণ, মাল্টিমিডিয়া, গ্যাজেট শিশুর শৈশবকে যেমন ব্যহত করছে, তেমনই তাদের করে তুলছে গৃহবন্দী আত্মকেন্দ্রিক। এর সাথে পাল্লা দিয়ে চলা শিশুদের শিশুমনকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ তাঁর সাহিত্যের প্রধান প্রয়াস। দ্রুত সময়-সমাজের পট পরিবর্তনে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শৈশব, তা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। তাঁর দূরদর্শিতা তাঁকে এও বুঝতে সাহায্য করেছিল যে, আগত পৃথিবী তাদের জন্য আরও বিষময় হতে চলেছে। আর তাই তিনি নিজেকে অভিযোজিত করেছেন বর্তমানের পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্যও। উপন্যাসের বিষয় থেকে চরিত্র, উপস্থাপন ভঙ্গি থেকে ভাষা, বিজ্ঞান থেকে ভূত, প্রকৃতি ধ্বংসের দিনে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি প্রেমের শিক্ষা— লীলা মজুমদার এখনও সমান আধুনিক, সমান প্রাসঙ্গিক। বদলে যাওয়া পরিবেশের বদলে যাওয়া শৈশব, অতি-সচেতন অভিভাবক এখনও লীলা মজুমদারকে বর্জন করতে পারেনি, আগামী ভবিষ্যতেও পারবে না। লীলা মজুমদার শিশুমনের গঠনের, লালনের অন্যতম কাণ্ডারি হয়ে তাঁর স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেবেন বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৫ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১১, পৃ. ১৯৭ - ১৯৮

২. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ২৪৪

৩. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ৩২২ - ৩২৩

৪. মুখোপাধ্যায়, সোমা, লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৫ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১১, পৃ. ১৪৪

৫. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ৪৫৮

৬. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ২৪৮

৭. রায়, প্রসাদরঞ্জন, সম্পা. অনন্য অন্য লীলা মজুমদার, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৯, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ৩১৯

৮. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ৫২৩

৯. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ২৭১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 427 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. মুখোপাধ্যায়, সোমা, সম্পা. লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র (৬ খণ্ড), লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০০৮, পৃ. ৪৬৭

১১. রায়, প্রসাদরঞ্জন, সম্পা. অনন্য অন্য লীলা মজুমদার, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৯, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ৪৮৯ - ৪৯০